সমস্বর©

৭৬ তম সংখ্যা, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৯

তামাকজাত পণ্যের মোড়কে
সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৯০% করার আহ্বান

অন্যান্য পাতায় আছে

ব্র্যাক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' বন্ধ ঘোষণা

অনুদানের ৬৪ হাজার ডলার ফিরিয়ে দিয়েছে ব্র্যাক

তামাক নিয়ন্ত্রণে 'লাইসেন্সিং ব্যবস্থা' কাজে লাগাতে হবে

পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের দাবি

চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে তামাক পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ

তামাক নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে
- নারায়নগঞ্জ জেলা প্রশাসক

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

প্রবন্ধ

আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

ব্যাটল অব মাইন্ডসহ তামাক কোম্পানির সকল প্রতারণামূলক কর্মসূচি বন্ধ হোক

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি
সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য
হেলাল আহমেদ
আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ
ফোন: ৮৮০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২

তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে জাতীয় তামাক কর নীতি প্রনয়ণ করা হোক

তামাকজাত পণ্যের মোড়কে ৯০% সতর্কবাণী সময়ের দাবী

ছবিযুক্ত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক নিয়ন্ত্রণে অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। সচেতনতা তৈরীতে একটি ছবি হাজারো শব্দের চাইতে অনেক বেশি কার্যকরী যা সল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের কাছেও অনুধাবনযোগ্য। হেল্থ প্রমোশন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ২০০৪ সালে সিঙ্গাপুরে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করার পর সেখানে ২৮% ধূমপায়ী ধূমপান কমিয়ে দিয়েছে, ১৪% ধূমপায়ী শিশুদের সামনে এবং ১২% ধূমপায়ী গর্ভবতী নারীদের সামনে ধূমপান করা থেকে বিরত থেকেছে। ব্রাজিলে ২০০২ সালে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৩৬% ধূমপায়ীকে ধূমপানের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও কানাডিয়ান ক্যান্সার সোসাইটি'র ২০১৬ সালের এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, বিশ্বের ১০৫টি দেশে তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৮ ভাগ মানুষ সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর আওতায় এসেছে।

বাংলাদেশেও তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। একটা সময় সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে কোন ধরনের স্বাস্থ্য সর্তকবানীর বিধান ছিল না। এরপর প্যাকেটের গায়ে "সংবিধিবদ্ধ সর্তকীকরণ-ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" এমন ধরনের বার্তা প্রদান শুরু হয়। ২০০৫ সাল থেকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুসারে, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৩০% জায়গা জুড়ে লিখিত আকারে স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদাণ করা হয়। বাংলাদেশে সকল তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদানের বিষয়টি শুরু হয়েছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের পর ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ হতে। মোড়কে স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা প্রচলনের প্রতিটি ধাপেই তামাক কোম্পানী নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে। যার ফলাফল হিসাবে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ১০ ধারা অনুসারে সকল তামাকজাত প্যাকেটের মূল প্রর্দশনী তলের উপরিভাগে অন্যূন শতকরা ৫০ ভাগ স্থান জুড়ে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি সম্পর্কে স্বাস্থ্য সর্তকবানী মুদ্রণ করার বিধান থাকলেও এখনও পর্যন্ত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মোড়কের নিম্নাংশে মুদ্রণ করছে তামাক কোম্পানিগুলো। এছাড়াও বিধিমালা অনুসারে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর নির্দিষ্ট ৯টি ছবি তিন মাস পর পর পরিবর্তন করার নির্দেশনা থাকলেও তামাক কোম্পানিগুলো কৌশলে তা অমান্য করে চলেছে। প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনের তারিখ না থাকায় বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

টোব্যাকো কন্টোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকপণ্যের মোড়কের সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানে তামাক কোম্পানীগুলোর বিভিন্ন কৌশলের কারণে এটি তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে যতটা প্রভাব ফেলার কথা ছিল তা ফেলতে ব্যর্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায়, স্বাস্থ্য সর্তকবানী সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ৯০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী এবং অভিন্ন মোড়ক প্রবর্তনের একটি কার্যকর সমাধান। তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এধরনের একটি কার্যকর সিদ্ধান্তের জন্য বর্তমানে প্রচলিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারা ১০ এ অন্যূন শতকরা ৫০ ভাগ স্থান জুড়ে স্বাস্থ্য সর্তকবানী মুদ্রণের বিধান উল্লেখ রয়েছে। অন্যূন ৫০ ভাগের অধিক প্রদাণ করা যাবে না এমন কোন বিধি বিধান কিন্তু আইনে নেই। সুতরাং আমরা মনে করি এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বদিচ্ছাই যথেষ্ট।

বাংলাদেশ বৈশ্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসি-তে প্রথম স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। এফসিটিসি'র আর্টিকেল ১১ তে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা জরুরী যাতে তামাক পণ্যের মোড়কে প্রদাণকৃত সতর্কবাণী বৃহৎ, দৃশ্যমান ও পরিস্কার হয় এবং সাধারন মানুষ সহজভাবে দেখতে ও পড়তে পারে। এটির বাস্তবায়নেও এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

এফসিটিসিতে বাংলাদেশের পরে স্বাক্ষরকারী দেশ হয়েও অনেক দেশ ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য সর্তকবানী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের থেকে এগিয়ে রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, শ্রীলঙ্কাতেও তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ৯০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ স্পষ্টত এক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। আর এই পিছিয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ তামাক কোম্পানিগুলোর বাধা। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এসকল বাধা অতিক্রম করা জরুরী। নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকার পরও বিগতদিনে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সরকারের জনকল্যাণকর প্রচেষ্টার ফলে তামাক কোম্পানির কূট-কৌশলের মূলে কুঠারাঘাত করে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রণয়ন করা হয়েছে সহায়ক আইন। যা বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত হয়েছে।

বিশ্বের অনেক দেশে তামাকের ক্ষতি বিষয়ে অধিক সচেতনতা সৃষ্টিতে প্যাকেটের গায়ে ৯০% সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনতে এধরনের সর্তকবানীর প্রচলন এখন সময়ের দাবী।

তামাক কর বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

হামিদুল ইসলাম হিল্লোল॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো ও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের যৌথ আয়োজনে "Economic of Tobacco Taxation; Public Health Perspective" শিরোনামে তামাক কর বিষয়ক তিন দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২ জুলাই ২০১৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর কনফারেন্স হলে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র পরিচালক অধ্যাপক ড. নাজমা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শফিক-উজ-জামান ও দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম। কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র ফোকাল পার্সন অধ্যাপক ড. রুমানা হক।

কর্মশালার উদ্বোধনীতে **সচিব মো. আসাদুল ইসলাম** বলেন, তামাক সেবন কমাতে করের ভিত্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তামাকের কর বৃদ্ধিতে সকলের সমন্বয়ে আরো বাস্তবভিত্তিক কাজ করতে হবে। তামাকের ব্যবহার কমাতে উচ্চহারে কর আরোপ একটি কার্যকর পদ্ধতি এবং বিভিন্ন গবেষণায় স্বীকৃত একটি পন্থা। তামাকের কর বৃদ্ধিতে এ ধরনের দক্ষতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করায় অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রশিক্ষণ কোর্সের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমা বেগম, অধ্যাপক ড. রুমানা হক, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব মো. তারিক হাসান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য আমিনুর রহমান, সাংবাদিক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক সুশান্ত সিনহা। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল। দি ইউনিয়নের সহযোগিতায় আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

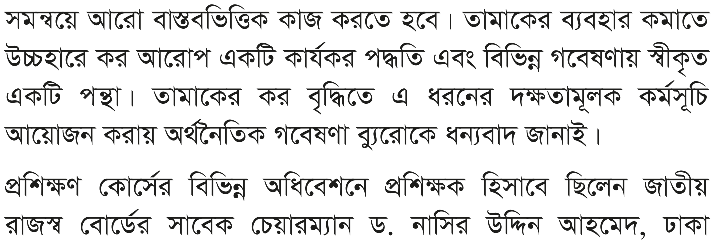

অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো'র চেয়ারম্যান প্রফেসর এম.এম আকাশ এর সভাপতিত্বে ৪ জুন ২০১৯ প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বক্তারা বলেন, কর বৃদ্ধি তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর উপায়। কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়লে একদিকে যেমন এর ব্যবহার কমে অন্য দিকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে এটি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সরকারের আয় বৃদ্ধির ওপর ইতিবাচক অবদান রাখে।

তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর কার্যকর বাস্তবায়নে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত

ফারহানা জামান লিজা ও মো. মহিউদ্দিন, ঢাকা॥ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে **'তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর কার্যকর বাস্তবায়নে করণীয়'** শীর্ষক ঢাকা বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যৌথ আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ জয়নুল বারী'র সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগ) মো. সাইদুর রহমান, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী ও যুগ্ম-সচিব মো. খায়রুল আলম সেখ, ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মো. সেলিম রেজা, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) একেএম মাসুদুজ্জামান এবং রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক দিলসাদ বেগম।

সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন ও টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা। ঢাকা বিভাগের ১৩টি জেলার সিভিল সার্জন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা রেঞ্জের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার এমএ বাশার তালুকদার, বিএসটিআই-এর সহকারী পরিচালক মো. এনামুল হক, সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কানিজ মাহমুদা আক্তারসহ বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর মাধ্যম। অজুহাত দেখিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানে গড়িমসি করছে। সতর্কবাণী উপরে না নিচে প্রদান করা হবে এ জটিলতার অবসান করতে এটি ৯০% এ উন্নীত করা এবং মোড়কের অসামঞ্জস্যতারসমাধান হিসাবে Standard Packaging প্রবর্তন জরুরী।

ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার **মোহাম্মদ জয়নুল বারী** তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সংক্রান্ত আইনের ধারা বাস্তবায়নে ঢাকা বিভাগের সব জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম॥ জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রন সেলের সমন্বয়কারী ও যুগ্ম সচিব খায়রুল আলম সেখ এর সভাপতিত্বে **"তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানীর কার্যকর বাস্তবায়নে করনীয় শীর্ষক"** চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভা ১০ জুলাই, ২০১৯ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) মো. সাইদুর রহমান, চট্টগ্রাম বিভোগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) মো. নুরুল আলম নিজামী এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা: হাসান শাহরিয়ার কবীর।

জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন ও টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

আলোচনায় বক্তারা সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর পরিমাণ বৃদ্ধি ও আইন বাস্তবায়নে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানে আইন মানছে না তামাক কোম্পানিগুলো -সংবাদ সম্মেলনে টিসিআরসি

ফারহানা জামান লিজা ও রাকিবাহ আখতার রিমু॥ ৮৭% তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান হলেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার সকল উপধারা অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার মাত্র ৩%। যা সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের উদ্দেশ্যকে ব্যহত করছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর বিএমএ ভবনে অনুষ্ঠিত "তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন- বর্তমান অবস্থা" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেলের সদস্য সচিব বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (যুগ্ম-সচিব) খায়রুল আলম সেখ, বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর নির্বাহী পরিচালক মো. কামাল উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্যান্সার ইপিডেমিওলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার রাসকিন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টিসিআরসি'র প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা। তিনি জানান, ১৯ মার্চ ২০১৯ হতে ১৮ জুন ২০১৯ পর্যন্ত গবেষণাটিতে মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, লক্ষীপুর, বান্দরবান, পাবনা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও দিনাজপুর এই ৮টি জেলার সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণায় মোট ৪২৭ টি তামাকজাত পণ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে ৮৭% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫০% এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণের হার ৬৯% এ উন্নীত হয়েছে। যদিও মোড়কের উভয় দিকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার মাত্র ৪৮%। কার্টনেও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর মুদ্রণ শুরু হয়েছে। তবে, ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার খুবই হতাশাজনক। বিড়ির মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যান্ড রোল দিয়ে ঢাকা থাকার হার ৮৮%।

সংবাদ সম্মেলনে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর প্রকল্প পরিচালক একেএম খলিল উল্লাহ, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি শুভ কর্মকার, ঢাকা আহসানিয়া মিশন এর প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান, এইডের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক, বিআরডিএস এর নির্বাহী পরিচালক মো. রিয়াজুল ইসলাম, বিসিসিপি'র প্রতিনিধি উম্মে সালমা এ্যানি, বিএসএন'র নির্বাহী পরিচালক ফিরোজা বেগম, উদ্যোগের প্রতিনিধি মো. আফরিন ইসলাম রুবেল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট'র স্বেচ্ছাসেবক রাকিবাহ আখতার রিমু প্রমূখ। উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা তামাকের মোড়কের ৯০% এলাকা জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানসহ বিড়ি, জর্দ্দা ও গুলের ক্ষেত্রে মোড়কের অসামঞ্জস্যতার একমাত্র সমাধান হতে পারে Standard Packaging প্রবর্তন।

টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল এর আগে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ১৮ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে একই গবেষণা ফরিদপুর, রাজবাড়ী, ফেনী, নোয়াখালী, নওগাঁ, ঝিনাইদহ, ভোলা এবং পঞ্চগড় জেলায় পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, ৮৪% তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান হলেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদানের হার মাত্র ১২%। ০৩ আগষ্ট, ২০১৯ টিসিআরসি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আয়োজনে বিএমএ ভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা তথ্য প্রকাশ করা হয়।

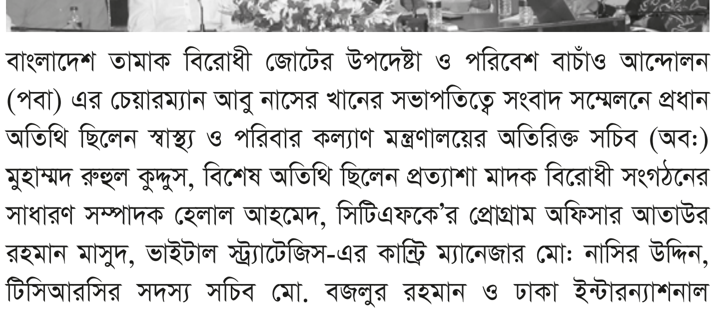

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা ও পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলন (পবা) এর চেয়ারম্যান আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অব:) মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, সিটিএফকে'র প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস-এর কান্ট্রি ম্যানেজার মো: নাসির উদ্দিন, টিসিআরসির সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অতিরিক্ত রেজিস্টার ড: শাহ আলম চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

তামাক নিয়ন্ত্রণে 'লাইসেন্সিং ব্যবস্থা' কাজে লাগাতে হবে

সৈয়দা অনন্যা রহমান ও কাজী মো. হাসিবুল হক॥ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে ও বিপণনের জন্য বাংলাদেশে কোন সু-নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এমনকি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্তদের নির্ধারিত কোন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা নেই। ফলে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বেড়ে যাচ্ছে যা তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম অন্তরায়। যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে 'লাইসেন্সিং' ব্যবস্থা জরুরী।

২৬ আগস্ট ২০১৯ এইড ফাউন্ডেশন, মেয়র এলায়েন্স ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র উদ্যোগে আগারগাঁও আর্কিটেক্ট ইন্সটিটিউট এর সভা কক্ষে "স্বাস্থ্যসম্মত নগর গড়ে তুলতে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং এর ভূমিকা" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুলের সভাপতিত্বে কর্মশালায় অতিথি ছিলেন মানিকগঞ্জ পৌরসভার মেয়র গাজী কামরুল হুদা সেলিম, সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী আব্দুল গনি, ধামরাই পৌরসভার মেয়র গোলাম কবির ও দি ইউনিয়নের কারিগরী পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম। কর্মশালায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনসহ ১০টি পৌরসভা ও ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ, সিঙ্গাইর, ধামরাই, সাভার পৌরসভার লাইসেন্সিং কর্মকর্তা ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টরগণ এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন ও তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার আমিনুল ইসলাম সুজন, সিটিএফকে'র প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদ, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'র নির্বাহী পরিচালক একেএম মাকসুদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। এইড ফাউন্ডেশনের এডভোকেসি অফিসার আবু নাসের অনীক এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

বক্তারা বলেন, তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও বিপণনের জন্য বাংলাদেশে কোন সু-নির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এমনকি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্তদের নির্ধারিত কোন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। যে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিণোদন কেন্দ্রের আশেপাশে, বিভিন্ন পণ্যের দোকান, রেষ্টুরেন্টসহ বিভিন্ন স্থানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। সহজ লভ্যতা ও সহজ প্রাপ্যতার কারণে যত্রতত্র তামাকজাত পণ্যের বিপণন কেন্দ্র গড়ে উঠছে। উৎকণ্ঠার বিষয় এ সকল দোকানের সংখ্যা দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এর বিক্রয়ে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এফসিটিসি বাস্তবায়নে একটি কার্যকারী পদক্ষেপ হতে পারে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা।

তামাক উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবহারসহ সকল পর্যায়ে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের (এসডিজি) লক্ষমাত্রা অর্জনে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে এসডিজি-৩ (সকল বয়সের সকল মানুষের জন্য সুস্থ্য জীবনের নিশ্চয়তা ও জীবনমান উন্নয়ন) এবং ৮ (স্থিতিশীল,অন্তর্ভূক্তি মূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি) অর্জন বাধাগ্রস্থ হবে। কাজেই লাইসেন্সিং ব্যবস্থাসহ অন্যান্য পদ্ধতি কাজে লাগানোর মাধ্যমে তামাকের সামগ্রিক ক্ষয়-ক্ষতি রোধে তামাক নিয়ন্ত্রণের কোন বিকল্প নেই।

পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে আইন বাস্তবায়নের দাবি

ও আবু নাসের অনীক ও শুভ কর্মকার॥ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট। ২৮ আগস্ট ২০১৯ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে "খুলনা বিভাগের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের উপর কমপ্লাইন্স অ্যানালাইসিস-২০১৯" জরিপের তথ্য উপস্থাপনকালে এ আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলনের (পবা) চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা আবু নাসের খান, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, সাংবাদিক ইলিয়াস উদ্দীন পলাশ ও এইড ফাউন্ডেশনের অ্যাডভোকেসি অফিসার আবু নাসের অনীক। গবষেণা তথ্যের আলোকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এইড ফাউন্ডেশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার কাজী মোহাম্মদ হাসিবুল হক।

তিনি বলেন, খুলনা বিভাগের যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা, তামাক নিয়ন্ত্রণের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা, জেলা টাস্কফোর্স কমিটিগুলোর কার্যক্রম, পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপে দেখা যায়, ৫৪.২% গণপরিবহনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপান বিরোধী সতর্কীকরণ চিহ্ন ব্যবহার হচ্ছে না। শপিংমলগুলোতে ধূমপান বিরোধী সর্তকীকরণ চিহ্ন ব্যবহার হচ্ছে মাত্র ১৬%, শিশু পার্কগুলোতে ৩%, সিনেমা হলে ১০.৮% এবং হাসপাতাল ও ক্লিনিকেগুলোতে ধূমপান বিরোধী সর্তকীকরণ চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে ২১.৬%। এছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৮.১% এবং ২.৮% ট্রেন ও স্টেশনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে সর্তকীকরণ চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে ।

চারটি জেলার বাস টার্মিনালগুলোতে কোথাও ধূমপানমুক্ত সর্তকীকরণ চিহ্ন পাওয়া যায়নি এবং ২৪% মানুষ ছোট গণপরিবহনে ধূমপান করে। আদালত এলাকায় ৪%, বিপণী বিতানগুলোতে ১২%, শিশু পার্কগুলোতে ৮.৮%, সিনেমা হলে ৮%, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮%, হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে ৪%, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১১.৮৩% মানুষ ধূমপান করে।

সংবাদ সম্মেলনে **আবু নাসের খান** বলেন, তামাক বিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে দেশের বেশিরভাগ মানুষ তামাকের কুফল সম্পর্কে অবহিত। ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন করতে হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তামাকের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে তামাক পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ
-সিটি কর্পোরেশনের গণবিজ্ঞপ্তি জারি

সামিউল হাসান সজীব॥ স্কুল-কলেজসহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ হতে এ নির্দেশনা কার্যকর হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বিদ্যমান তামাকের দোকান অপসারণের নির্দেশ দেয়া হয়। ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিভিন্ন পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ নির্দেশনা দিয়েছেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দিন। *বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়;*

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
টাইগারপাস, নগর ভবন, চট্টগ্রাম।

আপনার শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখুন

উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

নগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম মহানগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে কোনো প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা করা যাবে না। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) এর বিধানমতে এসব কার্যক্রম শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯'র মধ্যে সকল তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল। অন্যথায় উল্লেখিত তারিখের পর কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জেল/জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

আ.জ.ম. নাছির উদ্দীন
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চসিক/জস-১৯৬/১৯

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের **নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া আকতার** বলেন, 'মেয়রের ঘোষণা অনুসারে গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সময়ের পর তামাক বিক্রেতাদের কোনো ধরনের অজুহাত শোনা হবে না। আমরা সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।' উল্লেখ্য, 'তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম নগরী' গড়তে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস, ইপসা, ক্যাব ও ইলমা। কার্যক্রমের অংশ হিসাবে চট্টগ্রাম নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় চিত্রের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়।

জরিপের তথ্যমতে, চট্টগ্রাম নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে ১০০ গজের মধ্যে তামাক পণ্য বিক্রি হয় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৮৫টি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা ৫ হাজার ৫৩৬টি। এ ছাড়া নগরীতে তামাকজাত বিক্রয়স্থল রয়েছে ১৬ হাজার ৫৯টি। ভাসমান বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে ৬৯৪ টি। ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সিটি কর্পোরেশনের কেবি আবদুচ সাত্তার মিলনায়তনে জরিপের তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল বিটা আয়োজিত 'তামাকমুক্ত চট্টগ্রাম নগরী'র সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র এক বছরের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে সব তামাকের দোকান অপসারণ করার ঘোষণার আলোকেই ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তামাক নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তামাক বিরোধী প্রচারণা

উবিনীগ ও তাবিনাজের উদ্যোগে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সকালে উপজেলা হাসপাতালে তামাক বিরোধী প্রচারণা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. এফ এ আসমা খানম। এছাড়াও উপজেলা হাসপাতালের ডা. জেড এন ফয়েজ, পরিসংখ্যান বিভাগের নাজনীন আক্তার, সাপ্তাহিক ঈশ্বরদী'র সম্পাদক সেলিম সরদার, উবিনীগ-ঈশ্বরদী'র সমন্বয়ক আজমিরা খাতুন তাবিনাজ সদস্য মো. রাশেদুজ্জামান প্রমূখ কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করেন। ঈশ্বরদী উপজেলার সকল সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে উবিনীগ ও তাবিনাজ ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে।

তামাক কোম্পানির কূট-কৌশল বন্ধে স্মারকলিপি

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল চালাচ্ছে অভিযোগ করে তা প্রতিহত করতে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনকে স্মারকলিপি দিয়েছে ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যাকশন)। ৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে নগর ভবনে চসিক নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহাকে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে চসিকের উদ্যোগ ও পদক্ষেপ সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে নিয়মিত তামাক নিয়ন্ত্রণে বাজেট বরাদ্দ রেখে আসছে চসিক। তামাক নিয়ন্ত্রণ গাইডলাইন প্রণয়ন, তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধে অভিযানসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে নিয়মিতভাবে। চসিক মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন '২০৪০ সালের আগেই চট্টগ্রাম শহরকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা নিষিদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।

এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ইপসা'র সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এসব কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারে এবং ব্যবসা প্রসারে বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশল পরিচালনা করছে অভিযোগ করা হয়। স্মারকলিপিতে আরো বলা হয়, তামাক কোম্পানিগুলো চসিকের তামাকমুক্ত শহর গড়ার উদ্যোগকে লক্ষ্য করে সহযোগিতার নামে বিভিন কূট-কৌশল গ্রহণ করছে। যা সম্পূর্ণরুপে আইন বহির্ভূত কার্যক্রম। স্মারকলিপিতে তামাক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ, স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণবিধি প্রণয়ন, নীতিমালা তৈরি ও বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানির সঙ্গে সবধরনের অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম ও অপপ্রয়োগ বন্ধ করারও দাবি জানানো হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে
- নারায়নগঞ্জ জেলা প্রশাসক

কানিজ ফাতেমা রুশী॥ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ দুপুরে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনার জন্য নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. জসিম উদ্দিন এর সাথে তার কার্যালয়ে স্বাক্ষাৎ করে।

স্বাক্ষাৎ কালে ঢাকা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের জেষ্ঠ স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোহসীন মিয়া, ব্যুরো অব ইকোনোমিক রিসার্চ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ব্যবস্থাপক হামিদুল ইসলাম হিল্লোল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল এর সহকারী গবেষক ও প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি'র ফিল্ড অফিসার কানিজ ফাতেমা রুশি, ইনিস্টিটিউট অব ওয়েলবিয়িং এর পলিসি কর্মকর্তা মাসুম বিল্লাহ ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসক **মো. জসিম উদ্দিন** দীর্ঘদিন যাবত তামাক নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছেন। স্বাক্ষাতকালে আগামী দিনেও তামাক নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস ব্যক্ত করেন তিনি।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

মানিকগঞ্জ॥ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর কার্যকর বাস্তবায়নে ৬ জুলাই দুপুর সাড়ে ৩টায় মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

এসময় জনবহুল এলাকায় ধূমপান করার দায়ে এক ব্যক্তিকে ৩০০ টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো. বিল্লাল হোসেন। পাশাপাশি জনসাধারণকে যত্রতত্র ধূমপান না করার জন্য সতর্ক করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করেন মানিকগঞ্জ বিআরটিএ এর মোটরযান পরিদর্শক মো. তাজুল ইসলাম এবং জেলা পুলিশ বিভাগের সদস্যবৃন্দ।

নারায়ণগঞ্জ॥ ১৬ জুলাই ২০১৯ বেলা ১২টায় নারায়নগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তামাতজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রহিমা আক্তার এতে নের্তৃত্ব প্রদান করেন। এ সময় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের

দায়ে ৩জন দোকানীকে মোট ৩০০০/- টাকা এবং জনবহুল এলাকায় ধূমপানের দায়ে ৭ জনকে ১৩৫০/- টাকা জরিমানা আদায় করেন বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়নগঞ্জ সিভিল সার্জন অফিসের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. শাহজাহান, নাটাব এর ফিল্ড অফিসার কানিজ ফাতেমা রুশি প্রমূখ।

রাজশাহী॥ ১৭ জুলাই ২০১৯ বিকেলে জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল এর রাজশাহী ডিপোতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন-প্রচারণা ও উপহার সামগ্রী জব্দ করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণের দায়ে এ সময় প্রতিষ্ঠানটির রাজশাহী ইনচার্জ নাজিল হোসেনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে এক মাসের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার রাফে মোহাম্মদ ছড়া।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট **রাফে মোহাম্মদ ছড়া** জানান, মানুষকে ধূমপানে আকৃষ্ট করতে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলো জাপান টোব্যাকো। যা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ এর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রচুর বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা সামগ্রী মজুদের সংবাদ পেয়ে জেলা প্রশাসন অভিযান চালিয়ে ৬০-৭০ কার্টুন ফেস্টুন, লিফলেট, নতুন ব্র্যান্ডের সিগারেটের ডামি প্যাকেট, বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী জব্দ এবং জেলা প্রশাসনের কার্যালয় চত্বরে নিয়ে ধ্বংস করা হয়। ভবিষ্যতে আইন লঙ্ঘণ করলে কোম্পানিকে দ্বিগুণ হারে শাস্তি প্রদান করা হবে বলে জানান তিনি।

কিশোরগঞ্জ॥ কিশোরগঞ্জে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে ৪ সিগারেট বিক্রেতাকে মোট তিন হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ১৭ জুলাই বিকাল সাড়ে ৩টায় শহরের ইসলামিয়া সুপার মার্কেট এবং পুরান থানা মোড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে কিশোরগঞ্জ কালেক্টরেটের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

মো.মনোয়ার হোসেন ও মীর মো. আল কামাহ্ তমাল ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর ফিল্ড অফিসার আমিরুল ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করেন।

সিরাজগঞ্জ॥ ২৩ জুলাই ২০১৯ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সিরাজগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। শহরের বাহির গোলায় ষ্টিকার, লিফলেট, ব্র্যান্ডের রং ও বার্তা সম্বলিত টি-শার্ট পরিহিত অবস্থায় তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা চালানোর দায়ে জাপান টোব্যাকোর ম্যানেজারকে ১,০০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও ব্যাপারি পাড়ায় তামাকের প্রচারণার উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণ উপহার ও প্রচারণা সামগ্রী মজুদ রাখায় আবুল খায়ের কোম্পানির এজেন্ট আশা ট্রেডার্সকে ৩০,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মইন উদ্দিন ও তানজিনা খাতুনের নের্তৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা প্রমূখ।

মেহেরপুর॥ ২০ আগষ্ট ২০১৯ বিকেলে জাপান টোব্যাকো কোম্পানির মেহেরপুর ডিপোতে অভিযান চালিয়ে ধূমপানে উদ্বুদ্ধকরণ বিজ্ঞাপন প্রদর্শন ও কোম্পানির লোগো সম্বলিত গেঞ্জি ও ব্র্যান্ড প্রমোশনে ব্যবহৃত ষ্টিকার, লিফলেট জব্দ করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ সময় প্রতিষ্ঠানটির টেরিটরি অফিসার সাজ্জাদ হোসেনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে তাকে তিনদিনের কারাদন্ডাদেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার রাকিবুল ইসলাম। এ সময় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলাম বলেন, জাপান টোব্যাকো কোম্পানির প্রতিনিধিরা দোকানে সিগারেটের প্রচারণায় লিফলেট ষ্টিকার স্থাপন এবং মানুষকে ধূমপানে উদ্বুদ্ধকরণ বিজ্ঞাপনের ভিডিও প্রদর্শন করেছে, যা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আইন অমান্য করায় প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এরপর এ ধরনের কাজ করলে দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে।

চট্টগ্রামে তামাক কোম্পানিকে ৭০ লাখ জরিমানা

চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকায় 'ইন্টারন্যাশনাল টোবাকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' নামে একটি সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে ৭০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে শুনানি শেষে এ জরিমানার আদেশ দেন পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মহানগরের পরিচালক আজাদুর রহমান মল্লিক। পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম মহানগরের সহকারী পরিচালক সংযুক্তা দাশ গুপ্তা বলেন, 'নগরের কালুরঘাট শিল্প এলাকায় ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো নামক সিগারেট উৎপাদনকারী এ কারখানা পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অভিযোগ পেয়ে আমরা সেখানে অভিযান চালাই এবং শুনানির নোটিশ প্রদান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি শেষে সিগারেট উৎপাদনকারী ওই কারখানাকে ৭০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তথ্যসূত্রঃ ঢাকা টাইমস্ ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধে ভোলা ও বরিশালে মতবিনিময় সভা

ভোলা॥ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতামূলক কর্মকান্ড নিষিদ্ধকরণ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষে ১৬ জুলাই ২০১৯ সকালে ভোলা প্রেসক্লাবে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক বাংলার কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক এম হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন প্রবীন সাংবাদিক এম তাহের। এছাড়াও আলোচনা অংশ নেন স্কোপ এর নির্বাহী পরিচালক কাজী এনায়েত হোসেন, আরটিভি জেলা প্রতিনিধি অমিতাভ অপু, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির পরিচালক একেএম আলম অপু, সাংবাদিক কামাল উদ্দিন সুলতান, ইত্তেফাক'র জেলা প্রতিনিধি আহাদ চৌধুরী তুহিন, এসএ টিভি'র জেলা প্রতিনিধি শাহাদাত শাহিন, জনকন্ঠের জেলা প্রতিনিধি হামিদুর রহমান হাসিব, এনটিভি স্টাফ রিপোর্টার আফজাল হোসেন প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইয়ুথ পাওয়ার ইন বাংলাদেশের প্রধান সমন্বয়কারী সাংবাদিক আদিল হোসেন।

বক্তারা বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে দেশে আইন থাকার পরও মূলত বাস্তবায়নের অভাব এবং দূর্বল মনিটরিংয়ের কারণে তামাকজাত পণ্যের প্রচার-প্রচারণা বেড়েই চলেছে। চাকচিক্য বিজ্ঞাপন দেখে শিশু-কিশোররা তামাক বা সিগারেটের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে নেশার ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদ্যোগ ও সচেতন নাগরিক হিসাবে সকলের এগিয়ে আসা উচিৎ। দি ইউনিয়নের সহায়তায় গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, স্কোপ ও ইয়ূথ পাওয়ার ইন বাংলাদেশ সভা আয়োজন করে।

বরিশাল॥ তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন এবং প্রচারণা নিষিদ্ধের ধারা বাস্তবায়নে গণমাধ্যম এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে অবহিতকরণ মতবিনিময় সভা ২৩ জুলাই ২০১৯ বরিশাল প্রেসক্লাবের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দি ইউনিয়নের সহযোগিতায় গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি এবং স্কোপ যৌথ উদ্যোগে সভা আয়োজন করে। জেলা সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সহ-সভাপতি প্রফেসর শাহ্ সাজেদার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান এড. মাওলাদ হোসেন ছানা, মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন মানিক, সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিনু রহমান, ডা. বনলতা মুর্শিদ, সিনিয়র আইনজীবী এড. হিরন কুমার দাস মিঠু, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাইফুর রহমান মিরন এবং সাংবাদিক গোপাল সাহা প্রমূখ। স্কোপের নির্বাহী পরিচালক কাজী এনায়েত হোসেন সভা সঞ্চালনা করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সাফ'র উদ্যোগে কুষ্টিয়ার পোড়াদহ এলাকায় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জানা যায়, ১৬ জুলাই ২০১৯ পোড়াদহ এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে বিভিন্ন দোকানে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচার করছিলো আবুল খায়ের কোম্পানির লোকজন। এসময় মিরপুর থানাধীন আহাম্মদপুর ফাঁড়ির আইসি এসআই মো. সোলাইমান ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক কোম্পানির প্রতিনিধিদেরকে আইন লঙ্ঘণ ও শাস্তির বিষয়ে অবহিত করেন। পাশাপাশি এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকতে তাদেরকে কাউন্সেলিং করান। কোম্পানির প্রতিনিধিরা এসময় আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ও আগামীতে এই ধরণের বিজ্ঞাপন প্রচার না করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুসারে সকল তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে জরিমানা এক লক্ষ টাকা এবং তিনমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড।

পোড়াদহ রেল ষ্টশনে 'তামাকমুক্ত টি স্টল'

কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন ষ্টেশনের ২নং প্ল্যাটফর্মে অবস্থিত মামুন টি-স্টলকে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যমুক্ত টি-স্টল হিসাবে ঘোষণা করেছেন স্টলের পরিচালক মো. মামুন। মিরপুর থানাধীন আহাম্মদপুর ফাড়ীর আইসি এসআই মো. সোলায়মান এর অনুপ্রেরণায় ও তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠন সাফ'র সহায়তায় ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সন্ধায় আনুষ্ঠানিকভাবে ধূমপানমুক্ত টি-স্টল ঘোষণা করা হয়।

এসময় উপস্থিত জনসাধারনের উদ্দেশ্যে তামাক বিরোধী আলোচনা কারা হয়। সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক এর পরিচালনায় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি ছিলেন আইসি এসআই মো. সোলায়মান, বিশেষ অতিথি ছিলেন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. আব্দুল করিম। অন্যান্যদের মধ্যে রেলওয়ের বুকিং সহকারি আব্দুল আলিম, ডা. হারুন-অর-রশিদ, গুলজার হোসেন, জহুরুল ইসলাম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

হজ্ব শেষে ধূমপান ছাড়লেন ৩১৩ জন হাজি

সৌদি আরবে ধূমপান নিষিদ্ধ। আর ইসলামের দৃষ্টিতে ধূমপান মাকরুহ তথা চরম অবাঞ্ছিত কাজ। তারপরও মক্কায় দেখা যায় অনেকেই মসজিদে হারামের বাইরের চত্বরে ধূমপান করেন। রাস্তা-ঘাটেও ধূমপান করতে দেখা যায় অনেককে। এমনকি ইহরাম পরিহিত অনেককে মিনা, মুজাদালিফা ও আরাফাতের ময়দানে ধূমপান করতে দেখা গেছে।

ধূমপানের এমন ব্যাপকতা থেকে হজযাত্রীদের নিরুৎসাহিত করতে সৌদি আরবের তামাক, ধূমপান ও মাদক প্রতিরোধ সংস্থা 'কাফা' (The Tobacco and Narcotics Combat Charity Society-Kafa) দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে, হজ্ব মৌসুমে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ধূমপায়ীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে।

সংস্থাটি হজ্বের আনুষ্ঠানিকতার জায়গাগুলোতে ভ্রাম্যমাণ সেবাকেন্দ্র স্থাপন করে। সেখান থেকে ধূমপায়ীদের মাঝে ধূমপান বিরোধী প্রচারপত্র বিলির পাশাপাশি কাউন্সেলিং করানো হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ধূমপান ছাড়তে হজযাত্রীদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে থাকেন। ধূমপানের ক্ষতির বিষয়ে সচেতন করতে হাজিদের মাঝে পুস্তিকা, লিফলেট ও মিসওয়াক বিতরণ করা হয়। এভাবে ভ্রাম্যমাণ সেবাকেন্দ্র থেকে এবার ১১ হাজার ৪৮০ ধূমপায়ীকে সেবা দেওয়া হয়েছে। কাফা'র ক্লিনিকে সেবা নিতে এসে ধূমপানের বিপত্তি ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অবগত হয়ে অনেকে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র চলতি হজ্ব মৌসুমে ৩১৩ জন ধূমপায়ী কাফা'র সেবা কেন্দ্র থেকে সেবা নিয়ে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন।

মক্কায় ধূমপানের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রধান **আবু গাজালাহ** জানান, সৌদি আরবের দাতব্য মন্ত্রণালয়, হজ্ব ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ক এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কাফা ধূমপান বিরোধী কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। ৪ বছর ধরে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, অনেক ধূমপায়ী পবিত্র হজ্ব পালন শেষে নিজ থেকেই ধূমপান ছেড়ে দেন। *তথ্যসূত্র: বার্তা২৪.কম, ১৮ আগস্ট ২০১৯*

আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

মোজাফ্‌ফর হোসেন পল্টু

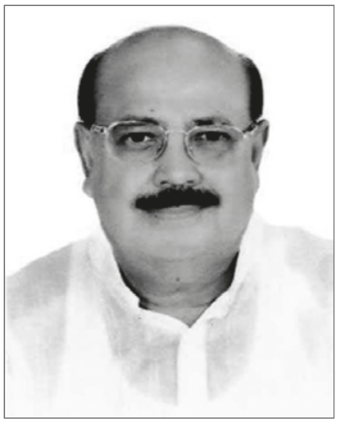

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের অবস্থান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তামাক নিয়ন্ত্রণ একদিকে যেমন আমাদের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অপরদিকে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারও বলা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে তামাক নিয়ন্ত্রণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ২০৪০ সালের মধ্যে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এটা আমাদের জন্য বিরাট অনুপ্রেরণার জায়গা। এ লক্ষ্যে সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি তামাকের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মুদ্রণ, তামাকে ১% হারে সারচার্জ আরোপ, সারচার্জ ব্যবস্থাপনায় নীতি পাসসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় একটা ভালো পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, "মেডিকেলে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবশ্যই অধূমপায়ী হতে হবে।" আমি মনে করি, এমন একটা সময় আসবে, যখন শুধুমাত্র মেডিকেলে ভর্তি নয়, বিসিএস ক্যাডার বা যে কোন সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ পেতে হলে অধূমপায়ী হতে হবে এমন ঘোষণাও আসবে সরকারের তরফ থেকে।

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকারের আরো জোরালো ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সে কাজটিকে সরকার এগিয়ে নিচ্ছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) গঠন সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলেও জনবল সংকট ও অন্যান্য কারণে এর কার্যক্রম গতিশীলতা পাচ্ছে না। সকল সংকট ও সমস্যাগুলোকে দূর করে এনটিসিসিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটিগুলোতে গতিশীলতা আনা জরুরী। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও মনিটরিংও জরুরী। আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত এলাকাগুলোতে সাইন স্থাপন বাধ্যতামূলক হলেও এক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়ে গেছে। আইনটির বাস্তবায়নে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার জায়গাটা নিশ্চিত করতে হবে।

জনসাধারণকে তামাক বর্জনে উৎসাহিত কিংবা সহায়তার জন্য সরকারের উচিৎ একটি জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা। যাতে তামাক আসক্তদের সহায়তা প্রদান করা যায় এবং যারা তামাক ব্যবহার করেন না তাদেরকে তামাকের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করা যায়। হাসাপাতাল ও কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদে তামাকজাত দ্রব্যের ভোক্তা তৈরী করতে কিশোর ও তরুণদের টার্গেট করছে তামাক কোম্পানিগুলো। তামাকের নেশায় ধাবিত করতে নানান কৌশলে তরুণদেরকে তামাক সেবনে আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধকরণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা আগামী প্রজন্মের সুস্থ্যভাবে বেড়ে ওঠার অন্তরায়। এদের সম্মিলিতভাবে প্রতিহত এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ১৮ বছরের নিচে কারো দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরও দেখা যায়, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের দ্বারা এবং তাদের কাছে এসকল স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য বিক্রি করা হচ্ছে। এটি বন্ধ করা অত্যাবশ্যক।

হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শতভাগ ধূমপানমুক্ত। কিন্তু লক্ষনীয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতালের আশে-পাশে তামাক কোম্পানি প্রদত্ত তামাকের বিজ্ঞাপন সম্বলিত বিক্রয়কেন্দ্রগুলো (Point of sale) ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত এ সকল বিক্রয়কেন্দ্র তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে তামাক কোম্পানিগুলো। অপরদিকে, হাতের নাগালে পাওয়ায় মানুষ তামাক পণ্য সেবনে উৎসাহিত হচ্ছে।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সিং প্রথা প্রচলন করে হাসপাতাল, প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশে-পাশে (অন্তত ২০০ গজের ভিতরে) তামাকজাত পণ্য বিক্রয় নিষিদ্ধ করা উচিৎ।

তামাক চাষে কৃষি জমির উর্বরতা ধ্বংস হচ্ছে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষায় তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে কঠোর হওয়া দরকার।

তামাক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন ও সরকারের আন্তরিকতায় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অনেক এগিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চলেছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে হলে জনস্বাস্থ্যকে সর্বাগ্রে প্রধান্য দিতে হবে। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে- দেশের জনগণের স্বাস্থ্য, অথনীতি, পরিবেশ সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে রাজস্ব আয় এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার জন্য আমাদের বিশ্ব মানবতার কাঠগঁড়ায় দাড়াতে হবে।

সরকারের চলমান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করতে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিনিয়ত নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে। তাদের কূট-কৌশল প্রতিহত করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অত্যাবশ্যক। যে সকল তামাক কোম্পানিগুলো দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক নীতিগুলো বাস্তবায়ন তথা সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রনকে এগিয়ে নিতে সরকারের কাজের সাথে বেসরকারী সংস্থাগুলোকে যুক্ত করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি সকলে মিলে কাজ করলে তামাক নিয়ন্ত্রণে আমাদের অর্জন বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত অর্জন করবে।

লেখক: সভাপতি, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) ও উপদেষ্টা, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট

*[ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এমপাওয়ার নীতি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসাবে মোজাফ্‌ফর হোসেন পল্টু'র গ্রহণকৃত স্বাক্ষাৎকার গুরুত্ব বিবেচনায় সমস্বরের এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। যা **"এমপাওয়ার পলিসি: বর্তমান অবস্থা ও করণীয়"** শীর্ষক গ্রন্থেও ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে]*

ব্যাটল অব মাইন্ডসহ তামাক কোম্পানির সকল প্রতারণামূলক কর্মসূচি বন্ধ হোক

মো. আবু রায়হান

তামাক জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, একথা সর্বজনস্বীকৃত। তামাক আসক্তির কারণে বছরে পৃথিবীতে ৮০ লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়, এসব অকালমৃত্যুর ৮০ভাগ বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশে ঘটছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনের কঠোরতার ফলে চতুর তামাক কোম্পানিগুলো ঐ সকল দেশ হতে তামাক ব্যাবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এজন্য প্রাণঘাতী এ পণ্যের ব্যবসা প্রসারে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতারণামূলক কর্মসূচি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষ তামাক ব্যবহারকারী ১০টি দেশের মধ্যে অন্যতম। এবং বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তামাকের বহুমাত্রিক ক্ষতি বিবেচনায় সরকার দেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস ও সংশোধন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ করতে তামাক কোম্পানিগুলো নানাভাবে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মানুষকে নানান কূটকৌশলের মাধ্যমে স্বাস্থ্যহানিকর তামাকের নেশায় ধাবিত করছে। মূলত, তামাক কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুনাফা অর্জন করা। তামাকজনিত রোগ ও অকালমৃত্যু তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়!

বলা হয়ে থাকে, তরুণরা দেশের অমূল্য সম্পদ। আগামী দিনের কর্ণধার। আজকের তরুণরা আগামীর প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবি হবে। পেশা যাই হোক, তরুণরা দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে যাবে এমন অভিপ্রায় সবার। কবি সুবীর কাস্মীর পেরেরার 'পথ হারাবে না বাংলাদেশ' কবিতায় বলেছেন - "যতদিন তোমার হাতে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ।"

তরুণরা তখনই সঠিক পথে দেশ পরিচালনা করতে পারবে যখন তারা নিজেরা সঠিক পথে তাদের জীবন পরিচালনা করার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্য নেতৃত্ব ও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী করে স্বাস্থ্যই সকল সুখ ও সাফল্যের মূলমন্ত্র। জনগণের সুস্বাস্থ্য সার্বিক সাফল্য অর্জনেরও অন্যতম নিয়ামক।

'সু-স্বাস্থ্য কিংবা অসুস্থ্যতা' প্রসঙ্গে বিবিধ কারণ সামনে চলে আসে। যেমন, মুনাফালোভী তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলোভনে যে হারে অনেক তরুণ ধূমপান শুরু করে, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ধূমপানের মাধ্যমে অন্যান্য নেশায় ধাবিত হচ্ছে, তা দেশের জন্য মারাত্মক অশনিসংকেত। ফলে দিনে দিনে বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ার মত বাংলাদেশের ভবিষ্যতও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। তামাক কোম্পানিগুলো ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তরুণদের টার্গেট করে প্রাণঘাতী তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার, বিপণন ও বাজারজাত করণ ও বিভিন্ন প্রতারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তাদের প্রতারণামূলক কর্মসূচির নব্যতম সংস্করণ "ব্যাটল অব মাইন্ড"। মূলত বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে তামাকজাত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞাপন ও প্রণোদনা নিষিদ্ধ হওয়ায় তামাক কোম্পানিগুলো চাকুরী প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আইন লঙ্ঘণ প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। 'ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি' দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে "ব্যাটল অব মাইন্ড" নামক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। যা সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে তামাক কোম্পানির ইমেজ গড়ে তোলার অপচেষ্টা। হাজার হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে বিএটিবিতে স্থায়ীভাবে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন কাজ করার সুযোগ পায়। দেশে কর্মসংস্থানের অভাবকে পুঁজি করে বিএটিবি কতৃপক্ষ "ব্যাটল অব মাইন্ড" নামক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্য হাসিল করতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে অনুষ্ঠান আয়োজন, স্পন্সরশীপ প্রদানের আড়ালে মূলত তামাকজাত দ্রব্যের প্রচারণাই তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। আর এ কাজে তরুণদের অন্তর্ভূক্ত করা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারনের অন্যতম বড় কৌশল ও সফলতা। অন্যদিকে, জমকালো অনুষ্ঠানের আড়ালে তামাক কোম্পানি দেশের তরুণ সমাজকে লক্ষ্যহীন গাঢ় অন্ধকারের পথে ধাবিত করছে, সে খবর খোদ অভিভাবক ও সমাজের সচেতন মহল রাখেন না।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে এ পণ্যের বাজার প্রসার বা মানুষকে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে আকৃষ্ট করতে কোন ধরনের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতার নামে তামাক কোম্পানির প্রচার নিষিদ্ধ। এরপরও ২০১৫ সালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশে শুধুমাত্র সিগারেটের ব্রান্ড প্রমোশনে ব্যয় করেছে ১৯৩ কোটি টাকার বেশি!

অথচ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ৫ (গ) ধারায় তামাক কোম্পানির নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহার করে এ ধরনের কোন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন ও পুরস্কার প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে অভিনব প্রচার, প্রচারণার অংশ হিসাবে কোম্পানির প্রতিনিধিরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় সিগারেটের প্রচারণার অংশ হিসেবে কুইজ, বেলুন ফুটানো, বিনামূল্যে টি-শার্ট, লাইটার, ব্যাগ, মানিব্যাগ, ব্যাচলাইট, ফ্রি সিগারেট বিতরণের মত আইন বহির্ভূত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তামাক কোম্পানিগুলো কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণ-তরুণীদের পার্টটাইম কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে এধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। লক্ষ্য করা যায়, তামাক কোম্পানিগুলো স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনবহুল শপিংমলের আশেপাশে এ ধরনের কার্যক্রম বেশি বেশি পরিচালনা করছে যাতে তরুণদেরকে ধূমপানে সহজেই আকৃষ্ট করা যায়। এসকল বিক্রয়কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই বয়সে তরুণ এবং বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী। মূলত, মিথ্যে চাকুরীর প্রলোভনে তরুণ-তরুণীদেরকে তাদের ব্র্যান্ড প্রমোশনের কাজে ব্যবহার করছে কোম্পানীগুলো।

সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য তরুণদের নেশা থেকে দুরে থাকা ও ইতিবাচক কাজে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু,বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে তরুণদেরকে সিগারেট ফেরি করে বিক্রি করতে দেখা হতাশাজনক! দেশের কর্মসংস্থান সংকটের বিষয়ে সকলে অবগত। কিন্তু, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে মৃত্যুশলাকা হাতে নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজ থেকে সবারই বিরত থাকা উচিত। এতে ধূর্ত তামাক কোম্পানির মুনাফা অর্জন হবে, তামাকের কারণে মানুষ অকালে প্রাণ হারাবে।

তামাক কোম্পানি রাষ্ট্রীয় আইনের উর্ধ্বে নয়। বরং জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। এজন্য তামাক কোম্পানির 'ব্যাটল অব মাইন্ড'সহ সব ধরনের অপতৎপরতা বন্ধ করা জরুরী। আশা করি, সরকারের সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ অবিলম্বে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

লেখক: সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

ব্র্যাক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' বন্ধ ঘোষণা

মো. আবু রায়হান। চাকুরি দেওয়ার নামে অন্যান্য বছরের মতো এবারও ঢাবি ক্যাম্পাসে ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশের (বিএটিবি) উদ্যোগে ব্যাটেল অব মাইন্ড ২০১৯ এর রোড শো আয়োজন করার কথা থাকলেও তামাক বিরোধী সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১ সেপ্টেম্বর তামাক বিরোধী সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো আখতারুজ্জামান, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদের সঙ্গে দেখা করে ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ব্যাটেল অব মাইন্ড ২০১৯ এর রোড শো বন্ধ করার অনুরোধ জানায়।

এরই প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাটেল অব মাইন্ড ২০১৯ এর রোড শো বন্ধ করার কথা জানায় ঢাবি কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ আরো জানায়, ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনো কার্যক্রম যেন পরিচালিত না হয় সে বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট থাকবে। এসময় প্রতিনিধি দল ঢাবি উপাচার্যসহ সকলকে ধন্যবাদ জানায়।

প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক ছটকু আহমেদ, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী হেলাল আহমেদ, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক মোখলেছুর রহমান, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস-বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ম্যানেজার নাসির উদ্দিন শেখ প্রমূখ।

উল্লেখ্য, বিএটিবি ২০০৪ সাল থেকে মূলত ব্র্যান্ড প্রমোশন, তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে আকৃষ্ট করা এবং নীতি প্রণেতাদের প্রভাবিত করতেই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। কর্মসংস্থান তৈরীর নামে কোম্পানিটি প্রতিবছর এ প্রতিযোগিতা আয়োজনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিগত ১৬ বছরে চাকরি দেওয়ার নামে ৩০ হাজারের অধিক তরুণকে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করানো হলেও চাকরি পেয়েছে মাত্র ১০০ জন বা এর সামান্য কিছু বেশি সংখ্যক প্রতিযোগী।

এ বছর জুলাই মাস থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সসিড ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর নামে প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়ে থাকে বিএটি'বি। নিয়োগপ্রাপ্ত অ্যাম্বাসেডর বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার ক্লাবের মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' আয়োজন এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ঢাবিতে রোড শো আয়োজন করার কথা ছিল কোম্পানিটির।

এছাড়াও ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাটল অব মাইন্ড ২০১৯' আয়োজন স্থগিত ও পরে বন্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, উবিনীগ, টিসিআরসি, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রতিনিধিরা ১৬ সেপ্টেম্বর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এবং স্টুডেন্ট এফেয়ার্স অফিসের পরিচালক দিলারা আফরোজ খান রুপার সাথে স্বাক্ষাৎ করে 'ব্যাটল অব মাইন্ড' কার্যক্রম বন্ধের অনুরোধ জানায়।

তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ বলেন, তামাক কোম্পানির এ ধরনের কার্যক্রম ২০৪০ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকারের অন্তরায় এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর লঙ্ঘণ।

অনুদানের ৬৪ হাজার ডলার ফিরিয়ে দিয়েছে ব্র্যাক

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক ফাউন্ডেশন ফর স্মোক ফ্রি ওয়ার্ল্ডকে (এফএসএসডাব্লিউ) অনুদানের ৬৪ হাজার ১১৫ মার্কিন ডলার ফিরিয়ে দিয়েছে। মূলত, যুক্তরাষ্ট্রের তামাক প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনালের (পিএমআই) সহায়তায় এফএসএসডাব্লিউ কার্যক্রম পরিচালনা করে বলেই ব্র্যাক এই বিশাল অঙ্কের অনুদান ফিরিয়ে দেয় বলে জানান ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ।

০১ আগস্ট তামাক বিরোধী সংস্থা প্রজ্ঞার প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা যায়, এফএসএসডাব্লিউ মূলত, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করে। সংস্থাটির দেশের বস্তিবাসীদের ক্ষতিকর দিকগুলো সমাধানকল্পে দরিদ্রদের নিয়ে একটি গবেষণায় ৯২ হাজার ৬২০ মার্কিন ডলার ব্যয় করার কথা ছিল। কিন্তু, দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বা বস্তিবাসীদের নতুন একটি ব্র্যান্ডের সিগারেট গ্রহণ করার তাগিদে পিএমআই এফএসএসডাব্লিউকে এই অর্থায়নে রাজি হয়েছিল। তাদের ধারণা, দেশের বস্তিবাসীরা খাবারের অভাবে থাকলেও সিগারেট খাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কার্পন্য করেন না।

ব্র্যাক এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করে তামাক বিরোধীরা। ব্র্যাকের এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে তামাকজাত কোম্পানির সঙ্গে সংস্থাটির যেকোনো চুক্তিতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। *তথ্যসূত্র: দৈনিক আমাদের সময়, ২ আগস্ট ২০১৯*

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬২৯২৭১, ই-মেইল: infobatabd@gmail.com, info@bata.net.bd ওয়েব: www.bata.net.bd